লোক প্রশাসন সাময়িকী
একাদশ সংখ্যা, মার্চ ৯৮, চৈত্র ১৪০৪

ইউনিয়ন পরিষদ ঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা

মুহাম্মদ আব্দুল কাদের *

ভূমিকা

গত মে'৯৭ এ দাখিলকৃত স্থানীয় সরকার কমিশন এর প্রতিবেদনে এদেশে চার স্তর বিশিষ্ট স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান গঠন ও যথাযথভাবে বিকশিত করার সুপারিশ করা হয়েছে। এই সুপারিশমালার আলোকে বর্তমান সরকার ইতোমধ্যেই গ্রাম পরিষদ আইন পাশ করেছেন, গ্রাম পরিষদ গঠনের প্রক্রিয়া চলছে। অপরদিকে সরকার থানা পরিষদ (পূর্বতন উপজেলা পরিষদ) নামক স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানটির সক্রিয়তা ও কার্যকারিতা আনয়নের জন্য অবিলম্বে আইন পাশ করার জন্য প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেছেন। ফলে এদেশে মোট ৪ ধরনের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ক্রিয়াশীল হবে। তবে ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, এদেশের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে ইউনিয়ন পরিষদ নামক প্রতিষ্ঠানটি সবচেয়ে পুরাতন প্রতিষ্ঠান। ইউনিয়ন পরিষদ হলো এদেশের পরীক্ষীত সফল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান যার নামের কিছু ব্যাত্যয় বা পরিবর্তন হলেও সময়ের পরিবর্তনের ধারায় দীর্ঘদিনের চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে এখনও সফলভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ইউনিয়ন পরিষদই হলো একমাত্র স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান যার কোন বিলোপন বা স্থগিতকরণ ব্যতীতই বর্তমানের কাঠামোগত বিকাশ ঘটেছে। এদেশে জেলা পরিষদ নামক অন্যতম পুরাতন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানটি তার বিকাশ প্রক্রিয়ার মধ্যে বেশ কয়েক বার হোঁচট খেয়েছে, হয়েছে ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত। উপজেলা পরিষদ নামক স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানটি কিছুদিন সফলভাবে যাত্রা করে বড় ধরনের একটি হোচট খেয়ে জীবন-মরন সমস্যায়

---

* থানা নির্বাহী কর্মকর্তা, পলাশ থানা, নরসিংদী।

ধরনের একটি হোচট খেয়ে জীবন-মরন সমস্যায় পতিত হয়ে রয়েছে। "গ্রাম সরকার" নামক সম্পূর্ণ নূতন ধরনের একটি স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা তার যাত্রা পথেই মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ার কথা সবারই জানা আছে। তবে ইউনিয়ন পরিষদই হলো একমাত্র প্রতিষ্ঠান যার উপরে সরাসরি আক্রমণ করা হয়নি বা করা সম্ভব হয়নি, বরং এ প্রতিষ্ঠানটিকে পর্যায়ক্রমে শক্তিশালী করার প্রচেষ্টা চলছে। বর্তমানে ইউনিয়ন পরিষদের যে রূপ বা কাঠামো আমরা দেখতে পাই তা দীর্ঘদিনের বিবর্তন ধারায় বিকশিত হয়েছে।

পটভূমি

প্রাচীনকালে এদেশে বর্ণ বা গোত্র ভিত্তিক পঞ্চায়েত ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। পরবর্তীকালে গ্রামীণ সমাজের বিকাশের সাথে সাথে গ্রাম পঞ্চায়েত ব্যবস্থা প্রচলিত হয় বলে ইতিহাস বিশ্লেষণে জানা যায়। বিশেষ কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্যও পঞ্চায়েত গঠিত হতো। গ্রামের ভূস্বামী বা কৃষকের সাথে ভৃত্যের গোলমাল মিটানোর জন্য পঞ্চায়েত গঠিত হওয়ার নজির পাওয়া যায়। তবে ভারতবর্ষে মুসলিম শাসন প্রবর্তিত হওয়ার পরে বিশেষত মুঘল শাসকদের আগমনের পরে নতুন নতুন ধরনের এবং সুসংবদ্ধ পদ্ধতির শাসন ব্যবস্থার বিকাশ ঘটে। মুঘলরা 'সুবা' ও 'সরকার' এই দুই ধরনের প্রশাসনিক কাঠামো গঠন করেন। 'সুবা'র পরিচালককে সুবাদার এবং 'সরকারে'র পরিচালককে শিকদার বলা হতো। আর তারা প্রশাসনিক ইউনিটকে পরগনা হিসাবে চিহ্নিত করে সুসংগঠিত শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। পরগনার সুসংবদ্ধ শাসনকার্য পরিচালনার লক্ষ্যে ফৌজদার, কাজী ও মীরডাল নিয়োগ করা হয়। গ্রামে গ্রামে গ্রাম প্রধান ও চৌকিদার নিয়োগ করা হয়। মুঘল শাসনামলে গ্রামীণ প্রশাসনের পাশাপাশি কতোয়াল নিয়োগ করার মাধ্যমে মিউনিসিপ্যাল কার্যাদি এবং প্রশাসনিক কার্যাদি যৌথভাবে সম্পন্ন করা হতো। প্রতিটি ওয়ার্ডের জন্য একজন মীর মহল্লাহ থাকতেন। এদিকে একজন কাজী বিচার কার্য সম্পাদনের জন্য নিযুক্ত হতেন। বিনামূল্যে খাদ্য ও আশ্রয় দেবার জন্য প্রতিটি শহের খানকাহ এর ব্যবস্থা ছিল।

এদেশে ইউনিয়ন পরিষদ ব্যবস্থার আধুনিক কাঠামোগত ভিত্তির বিকাশ ঘটেছে মূলত বৃটিশ শাসন প্রবর্তনের পরে। বৃটিশরা এদেশে আগমনের পরে ১৭৯০ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করে জমিদার শ্রেণী সৃষ্টি করে। ইউনিয়ন পরিষদের সমস্যা ও সম্ভাবনা আলোচনার পূর্বে পরিষদের আইনগত ভিত্তি সম্পর্কে কিছুটা ধারণা প্রয়োজন। নিম্নের ছকে পরিষদের ক্রমবিকাশ সম্পর্কিত আইন/অধ্যাদেশ, গঠন কাঠামো, মেয়াদকাল এবং উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যসমূহ দেখানো হলো।

ইউনিয়ন সংক্রান্ত আইন/আদেশ/অর্ডিন্যান্স

পর্যায়	আইন/অধ্যাদেশ আদেশ	ইউনিয়ন পর্যায়ে স্থানীয় সরকারের নাম	গঠন কাঠামো	মেয়াদকাল	উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যসমূহ
বৃটিশ শাসনামল	গ্রাম চৌকীদারী আইন-১৮৭০	পঞ্চায়েত	জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক মনোনীত ৫জন সদস্য	৩ বছর	❑ ট্যাক্স আদায়ের মাধ্যমে চৌকীদারদের বেতন পরিশোধ। ❑ সর্বনিম্ন ট্যাক্স হার ছয় আনা। ❑ পঞ্চায়েত সদস্যপদ গ্রহণে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনে পঞ্চাশ টাকা জরিমানা।
	বংগীয় স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসন আইন-১৮৮৫	ইউনিয়ন কমিটি	৫থেকে ৯জন নির্বাচিত সদস্য	২ বছর	❑ কমিটি জেলা বোর্ডের এজেন্ট হিসেবে উন্নয়ন কর্মকান্ডের সাথে কিছুটা সম্পৃক্ত হয়। ❑ আইন শৃংখলা রক্ষা ও কর আদায় করা। ❑ ইউনিয়ন কমিটির পাশাপাশি চৌকিদারী পঞ্চায়েত ব্যবস্থা চালু থাকে।
	বংগীয় পল্লী স্বায়ত্ব শাসন আইন-১৯১৯	ইউনিয়ন বোর্ড	মোট সদস্য সংখ্যা ৬-৯জন ❑ এক তৃতীয়াংশ সদস্য জনগনের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত ❑ মনোনীত সদস্য সংখ্যা দুই তৃতীয়াংশ। ❑ ১৯৪৬ সালে মনোনয়ন প্রথা রহিত করা হয়। ❑ সদস্যদের মধ্য থেকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত।	৩ বছর (১৯৩৬ সালে মেয়াদ বৃদ্ধি করে ৪ বছর করা হয়)	❑ বিচারকার্য পরিচালনার জন্য ইউনিয়ন বেঞ্চ ও কোর্টের বিধান রাখা হয়। ❑ ট্যাক্স আরোপ করার ক্ষমতা দেয়া হয়। ❑ উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে জেলা বোর্ড ও স্থানীয় বোর্ডকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও তথ্য সরবরাহ। ❑ মৌলিক গণতন্ত্র আদেশ ১৯৫৯ জারীর পূর্ব পর্যন্ত ইউনিয়ন বোর্ড বিদ্যমান ছিল।
পাকিস্তান শাসনামল	মৌলিক গণতন্ত্র আদেশ-১৯৫৯	ইউনিয়ন কাউন্সিল	১০ হতে ১৫ জন সদস্য। ❑ দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য নির্বাচিত ❑ এক-তৃতীয়াংশ সদস্য মনোনীত ❑ সদস্যদের ভোটে চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত (১৯৬৩ সালে ভাইস-চেয়ারম্যান পদটি বিলুপ্ত করা হয়)	৫ বছর	❑ ৩৭টি কাজের দায়িত্ব দেয়া হয়। ❑ ১৯৬১ সালে মুসলিম পারিবারিক আইনে সদস্যদেরকে বিচার করার ক্ষমতা প্রদান করা হয়। ❑ কাউন্সিলে চেয়ারম্যানের জন্য সম্মানী প্রদানের প্রথা চালু। ❑ কাউন্সিলকে বেশী মাত্রায় উন্নয়ন কর্মকান্ডে জড়িত করা এবং আর্থিক ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়।
বাংলাদেশ শাসনামল	রাষ্ট্রপতির আদেশ নং-৭, ১৯৭২	ইউনিয়ন পঞ্চায়েত	❑ প্রশাসক নিয়োগ		——
	রাষ্ট্রপতির আদেশ নং-২২, ১৯৭৩	ইউনিয়ন পরিষদ	❑ জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচন। ❑ প্রতি ওয়ার্ডে ৩জন করে মোট ৯ জন সদস্য জনগনের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত।		❑ প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদকে ৩টি ওয়ার্ডে বিভক্ত করা হয়। ❑ পরিষদের কার্যাবলী ও আর্থিক ব্যবস্থাপনায় কোন পরিবর্তন ঘটানো হয়নি।

ফিকচারের বাকী অংশ পরের পৃষ্ঠায়

ইউনিয়ন সংক্রান্ত আইন/আদেশ/অর্ডিন্যান্স

পর্যায়	আইন/অধ্যাদেশ আদেশ	ইউনিয়ন পর্যায়ে স্থানীয় সরকারের নাম	গঠন কাঠামো	মেয়াদকাল	উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যসমূহ
	স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশ-১৯৭৬	ইউনিয়ন পরিষদ	❑ জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে ১জন চেয়ারম্যান ও ৯ জন সদস্য নির্বাচিত। ❑ মনোনীত ২জন মহিলা সদস্য ২জন কৃষক প্রতিনিধি।	৫ বছর	❑ ইতোপূর্বের ভাইস-চেয়ারম্যানের পদ অবলুপ্ত। ❑ পৌর, রাজস্ব, নিরাপত্তা ও উন্নয়নমূলক ৪০জন কার্যাবলীর দায়িত্ব প্রদান। ❑ ১৯৭৬ সালে জারীকৃত ভিলেজ অর্ডিন্যান্স বলে সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে বিচার করার ক্ষমতা প্রদান।
বাংলাদেশ শাসনামল	স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) অধ্যাদেশ-১৯৮৩	ইউনিয়ন পরিষদ	❑ ১ জন নির্বাচিত চেয়ারম্যান। ❑ প্রতিওয়ার্ড থেকে ৩জন করে মোট ৯জন নির্বাচিত সদস্য। ❑ প্রতি ওয়ার্ড থেকে ১জন মনোনীত মহিলা সদস্য।	৩ বছর (১৯৮৭ সালে সংশোধনী অনুক্রমে ৫ বছর	❑ পৌর, রাজস্ব, প্রশাসন, নিরাপত্তা এবং উন্নয়নমূলক কার্যাবলীর দায়িত্ব প্রদান করা হয়।
	স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) সংশোধনী আইন -১৯৯৩	ইউনিয়ন পরিষদ	❑ ১ জন নির্বাচিত চেয়ারম্যান। ❑ ৯জন নির্বাচিত সদস্য। ❑ মহিলাদের জন্য ৩টি সংরক্ষিত আসনের ব্যবস্থা।	৫ বছর	❑ সমগ্র ইউনিয়ন এলাকাকে ৯টি ওয়ার্ডে বিভক্ত করা হয়। ❑ নিজস্ব আয়ের উৎস হিসেবে ৬টি খাত নির্ধারণ। ❑ ৭টি স্ট্যান্ডিং কমিটি গঠনের বিধান।
	স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) সংশোধনী আইন -১৯৯৭	ইউনিয়ন পরিষদ	❑ ১ জন নির্বাচিত চেয়ারম্যান। ❑ ৯ জন নির্বাচিত সদস্য। ❑ মহিলাদের জন্য ৩টি সংরক্ষিত আসনের ব্যবস্থা।	৫ বছর	❑ পরিষদের নির্বাচন যদি কোন কারনে নির্ধারিত সময় সীমার মধ্যে অনুষ্ঠিত হতে না পারে তবে সরকার নির্ধারিত সময়সীমা উত্তীর্ণ হওয়ার পরে গেজেট বিজ্ঞপ্তি দিয়ে যেরূপ সময়সীমা ধার্য করে দিবেন, তদনুযায়ী পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে কোন আইনগত বাধ্যবাধকতা আসবে না।
বাংলাদেশ শাসনামল	স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) (দ্বিতীয় সংশোধনী) আইন-১৯৯৭	ইউনিয়ন পরিষদ	❑ ১ জন নির্বাচিত চেয়ারম্যান। ❑ ৯টি ওয়ার্ডের জন্য ৯ জন নির্বাচিত সদস্য। ❑ ৩জন নির্বাচিত মহিলা সদস্য (প্রতি ওয়ার্ডের জন্য ১টি মহিলা আসন সংরক্ষিত থাকবে)		❑ সংরক্ষিত মহিলা আসনে ছাড়াও যে কোন মহিলা ভোটার পুরুষদের সাথে সাধারণ সদস্যপদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন। ❑ সংরক্ষিত ৩টি মহিলা আসনের নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার লক্ষ্যে থানা নির্বাহী অফিসার ৯টি ওয়ার্ডকে ৩টা ওয়ার্ডে পুনঃ যোজিত (Delim-ited) করতে পারবেন এবং এরূপ পুনঃযোজিত ওয়ার্ডগুলির তালিকা সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপনের ব্যবস্থা করতে পারবেন।

উপরের আলোচনায় দেখা যাচ্ছে যে, আইন বা বিধি-বিধানের দিক থেকে বিবেচনা করলে এদেশের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে ইউনিয়ন পরিষদের জন্য যথেষ্ট আইনগত ভিত্তি আছে, আইন ও বিধি বিধানের দিক দিয়ে এদেশের ইউনিয়র পরিষদ অত্যন্ত সমৃদ্ধ। বাস্তবতার নিরীখে যাই হোক না কেন, তাত্ত্বিকভাবে ইউনিয়ন পরিষদের ক্রমবিকাশ প্রক্রিয়া বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে যে, দীর্ঘদিন ধরে ইউনিয়ন পরিষদ এদেশের তৃণমূল পর্যায়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করছে। ইউনিয়ন পরিষদের দায়িত্ব ও কার্যাবলী অত্যন্ত ব্যাপক। ইউনিয়ণ পরিষদ কি কি কাজ করবে তা স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) অধ্যাদেশ, ১৯৮৩ এর প্রথম তফসীলে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। তা'ছাড়া গ্রামীণ পুলিশের (সাধারণভাবে চৌকিদার হিসেবে পরিচিত) কার্যাবলীও তফশীলে বিস্তারিতভাবে বিবৃত হয়েছে। উক্ত তফশীলের আলোকে বলা যায় যে, ইউনিয়ন পরিষদ নিম্নলিখিত কার্যাবলী সাধারণভাবে সম্পন্ন করে থাকে ঃ

১। আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করা এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার কাজে থানা ও জেলা প্রশাসনকে সহায়তা করা

২। অপরাধ অনুষ্ঠান, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি ও চোরাচালান বন্ধের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে সর্বাত্মকভাবে সহযোগিতা প্রদান

৩। কোন অপরাধ সংঘঠিত হলে বা ইউনিয়নে কোন দুষ্কৃতকারীর উপস্থিতি দেখা গেলে তা পুলিশকে জানানো। অপরাধ তদন্ত ও অপরাধীকে গ্রেফতারে পুলিশকে সাহায্য করা

৪। সরকার বা অন্যান্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুরোধ অনুযায়ী ইউনিয়নের মধ্যে প্রচার কার্য সম্পাদন

৫। কোন সরকারী রাস্তা, সরকারী জায়গা, সরকারী ভবনের ক্ষতি বা বেদখলের ঘটনা ঘটলে তা সংশ্লিস্ট কর্তৃপক্ষকে জানানো

৬। সরকার নির্দিষ্ট পল্লী এলাকায় গ্রাম পুলিশ বাহিনী গঠন, নিয়োগ, প্রশিক্ষণ, নিয়মশৃঙ্খলা এই চারটি শর্তাবলী নির্ধারণ করে দিতে পারেন। তফশীলের দ্বিতীয় অংশে বর্ণিত ক্ষমতা অনুযায়ী গ্রাম পুলিশ দায়িত্বপালন করবে। স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) অধ্যাদেশ ১৯৮৩ অনুযায়ী জেলা প্রশাসক যদি মনে করেন যে, কোন ইউনিয়ন অথবা এর কোন অংশে গ্রাম প্রতিরক্ষা বা জন নিরাপত্তার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন তাহলে তিনি সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের বা এর অংশ বিশেষের সকল সক্ষম প্রাপ্ত বয়স্ক অধিবাসীকে নির্দিষ্ট সময়কালের জন্য টহলদারীর দায়িত্ব পালনের নির্দেশ দিতে পারেন। এ ব্যাপারে কোন নির্দেশ জারী করা হলে ইউনিয়ন পরিষদ উক্ত নির্দেশে নির্ধারিত ক্ষমতার ব্যবহার করবে

৭। জন্ম-মৃত্যুর হিসাব সংরক্ষণের জন্য নিয়মিত ভাবে রেজিষ্ট্রার সংরক্ষণ

৮। স্থানীয় দুঃস্থ ব্যক্তি, ভিক্ষুক, অন্ধ, অক্ষম; এ ধরনের বিকলাঙ্গ ব্যক্তিদের সম্পর্কে রেকর্ড সংরক্ষণ

৯। সব ধরনের শুমারী পরিচালনায় সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান

১০। থানা প্রশাসন এবং জেলা প্রশাসন কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্বাবলী সম্পন্ন করা

১১। ইউনিয়ন পর্যায়ে কর্মরত সব ধরনের রাজস্ব কর্মচারীদের রাজস্ব ও ভূমি উন্নয়ন কর আদায় এবং সাধারণ প্রশাসনিক কার্যে সহযোগিতা প্রদান

১২। জেলা প্রশাসকের নির্দেশ অনুযায়ী রেকর্ড পত্র প্রণয়ন, জরিপ ও শস্য পর্যবেক্ষণ এবং ইউনিয়নের অন্যান্য রাজস্ব প্রশাসন কাজে সহযোগিতা প্রদান

১৩। স্থানীয় সম্পদের সমাবেশকরণ, উন্নয়ন ও সদ্ব্যবহার

১৪। পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি সফলভাবে বাস্তবায়নে সক্রিয়ভাবে কাজ করা

১৫। সরকারী সম্পত্তি যেমন সড়ক, সেতু, খাল, বাঁধ, টেলিফোন ও বিদ্যুৎ লাইন প্রভৃতি রক্ষণাবেক্ষণ

১৬। ইউনিয়ন পর্যায়ের সকল সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন কর্ম তৎপরতার পর্যালোচনা করে সে সম্পর্কে থানা ও জেলা প্রশাসনকে অবহিতকরণ

১৭। বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য নলকূপ স্থাপনের ব্যবস্থা করা এবং বিশুদ্ধ পানি ব্যবহারের জন্য জনগণকে উৎসাহিত করা

১৮। স্যানিটারী পায়খানা ব্যবহারে অভ্যস্থ করার জন্য জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির প্রচেষ্টা চালানো

১৯। খেলাধূলা ও সাংস্কৃতিক কর্ম তৎপরতায় উন্নতি ও বিকাশ সাধনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ

২০। বিধি মোতাবেক নির্ধারিত কার্যসীমা পর্যন্ত একটি ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাহী ক্ষমতা সম্প্রসারিত হবে যা ইউপি চেয়ারম্যানের উপর ন্যস্ত থাকবে। তিনি সরাসরি নিজে অথবা অধ্যাদেশ মোতাবেক দায়িত্ব প্রদান করে অপর কোন ব্যক্তির মাধ্যমে তা কার্যকর করতে পারবেন। ইউনিয়ন পরিষদের যাবতীয় কার্য ইউনিয়ন পরিষদের নামে নির্ধারিত পদ্ধতিতে সমাধা করতে হবে।

২১। সামগ্রিকভাবে বৃক্ষরোপণ ও সংরক্ষণ এবং বিশেষভাবে জনগণের ব্যবহার্য পথে ও রাস্তার পাশে বৃক্ষরোপণ ও সংরক্ষণ করা

২২। কবরস্থান, শ্মশান ঘাট,জনসমাবেশ ও জনসম্পত্তির ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করা

২৩। জীবনান্তর মৃতদেহ অপসারণ এবং পশু জবাই নিয়ন্ত্রণ করা

২৪। আবাসিক এলাকায় ইটখোলা, মৃৎশিল্প বা অন্যান্য চুল্লী ব্যবহার নিষিদ্ধ করা

২৫। প্রাকৃতিক দুর্যোগ-যেমন আগুন লাগা, বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, ভূমিকম্প প্রভৃতির কারণে ত্রাণকার্য পরিচালনা করা

২৬। পরিবেশ উন্নয়নের জন্য জনসচেতনতা সৃষ্টি করা এবং এজন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা

২৭। সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা কর্মসূচি অর্থাৎ গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে ব্যাপকভাবে শিক্ষিত করে তোলার জন্য সক্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণ

২৮। খোয়াড় ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ করা

২৯। লাইব্রেরী ও রিডিং রুমের ব্যবস্থা করা

৩০। প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা

৩১। আবর্জনা ও ময়লা অপসারণ করা, রাস্তা ঝাড়ু দেয়ার ব্যবস্থা করা

৩২। আবাসিক এলাকায় কাপড় রং করা বা চামড়া পরিষ্কার ও রং করা বন্ধ করা

৩৩। বিধবা অনাথ ও দুঃস্থদের জন্য ত্রাণের ব্যবস্থা করা

৩৪। গ্রাম আদালত প্রধান হিসাবে এলাকায় বিচার বিষয়ক কার্যাবলী সম্পাদনে ইউপি চেয়ারম্যান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাছাড়া তিনি ছোটখাটো ঝগড়া-বিবাদ এবং জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধের সালিশ করেন

৩৫। নারী নির্যাতন নিরোধ কমিটির মাধ্যমে সমগ্র ইউনিয়নের নারী নির্যাতন প্রতিরোধকরণ

আলোচনার এই পর্যায়ে আমরা ইউনিয়ন পরিষদসমূহের সমস্যা এবং সম্ভাবনা নিয়ে আলোকপাত করার চেষ্টা চালাবো। আমাদের মতো গরীব দেশের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইউনিয়ন পরিষদের সমস্যা অনেক। তবে আলোচনার পরিধির সংক্ষিপ্ততার জন্য কয়েকটি মৌলিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করার পরে ইউনিয়ন পরিষদের সম্ভাবনাসমূহ নিয়ে আলোচনা করা হবে।

ইউনিয়ন পরিষদের সমস্যাসমূহ

১) **তত্ত্ব ও বাস্তবতার পার্থক্য ঃ** কালের বিবর্তন ধারায় ইউনিয়ন পরিষদের ক্ষমতা ও কার্যপরিধি তাত্ত্বিকভাবে অনেক বিস্তৃত ও সম্প্রসারিত করা হয়েছে। কিন্তু বেশীরভাগ ইউনিয়ন পরিষদই এই ক্ষমতা বা কার্যপরিধি বাস্তবিকভাবে সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সামান্যতম পদক্ষেপও গ্রহণ করেনি। অর্থাৎ ইউনিয়ন পরিষদগুলিকে দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী তাত্ত্বিকভাবে যতটুকু ক্ষমতা বা কর্মপরিধি দেয়া হয়েছে, বাস্তবিকভাবে ইউনিয়ন পরিষদগুলি সেরূপ কার্যক্রম গ্রহণ করেনি।

২) **পর্যাপ্ত অর্থের অভাব ঃ** ইউনিয়ন পরিষদগুলি সরকারী অনুদান নির্ভর। অথচ বর্তমান সময়ের দাবী হলো ইউনিয়ন পরিষদগুলি নিজস্ব আয় বৃদ্ধি এবং সম্পদের সমাবেশকরণের মাধ্যমে পর্যাপ্ত অর্থের সংকুলান করুক। বেশীর ভাগ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানই ইউনিয়নের আয় বৃদ্ধির জন্য তেমন কোন সক্রিয় ভূমিকা রাখেন না; বেশ কয়েকজন চেয়ারম্যানের সাথে আলাপকালে চেয়ারম্যানগণের প্রায় সবাই এ কথা স্বীকার করেন যে, তারা ধার্যকৃত ট্যাক্স আদায়ের মাধ্যমে নিজস্ব আয় বৃদ্ধির জন্য তেমন একটা আগ্রহ দেখান না বা প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন না।

৩) **ক্ষমতা লিপ্সা ঃ** ইউপি চেয়ারম্যানগণ এলাকার উন্নয়নের চেয়ে ক্ষমতায় টিকে থাকার বিষয়টিকেই বেশী গুরুত্ব প্রদান করেন। তাছাড়া ইউপি চেয়ারম্যানদের হাতে আইন অনুযায়ী যেটুকু ক্ষমতা দেয়া আছে তার প্রয়োগের দিকে না গিয়েই তারা আরও অধিক পরিমাণে ক্ষমতা চান। বেশীর ভাগ ইউপি চেয়ারম্যানই মনে করেন যে, তাদের হাতে ম্যাজিষ্ট্রেসী ক্ষমতা দেয়া হলে তারা আরও অনেক বেশী মাত্রায় এবং বেশী উন্নতমানের সেবা জনসাধারণকে দিতে পারবেন। কিন্তু ক্ষমতা ও জনসেবা প্রত্যয় দু'টি পরস্পর বিরোধী। আর বর্তমান সময়ের উন্নয়নমুখী প্রশাসনে জনপ্রিয় হওয়ার সাথে সাথে ক্ষমতা লিপ্সা ত্যাগ করতে হবে সঙ্গত কারণে।

৪) **ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানদের পর্যাপ্ত শিক্ষার অভাব ঃ** এদেশের ইউনিয়ন পরিষদগুলিকে সমস্ত উন্নয়ন কর্মকান্ডের কেন্দ্র বিন্দু হিসেবে বার বার সরকারীভাবে ঘোষণা করা হয়েছে কিন্তু ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানদের শিক্ষাগত যোগ্যতা কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় না থাকায় সরকারের এ মহতী উদ্যোগ সফল হতে পারে না। অর্থাৎ ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যাগণ যথার্থভাবে শিক্ষিত না হওয়ায় তারা অনেক সময়ই বিভিন্ন কল্যাণমুখী কর্মসূচির মর্মার্থ অনুধাবনে সক্ষম হন না, ফলে অনেক মহতী উদ্যোগই সফল হতে পারে না।

৫) **গ্রাম্য দলাদলির প্রভাব ঃ** ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ও তার বিরোধী শক্তির মধ্যে প্রায়শঃই দলাদলির কারণে ইউনিয়ন পরিষদের মত তৃণমূল পর্যায়ের একটি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সাফল্যজনকভাবে এগিয়ে যেতে পারে না। গ্রাম্য দলাদলির কারণে বেশীর ভাগ ইউনিয়ন পরিষদের ইউপি চেয়ারম্যান এবং সদস্যদের মধ্যে প্রায়শঃই মনোমালিণ্য সৃষ্টি হয়ে থাকে, ফলে যথাযথভাবে ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিঘ্নের সৃষ্টি হয়।

৬) **ট্যাক্স আদায়ে অনীহা ঃ** ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক আদায়যোগ্য ট্যাক্সসমূহ যথাযথভাবে আদায় করার জন্য ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যগণ এবং চেয়ারম্যান প্রায়ই অনীহা দেখিয়ে থাকেন। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এবং সদস্যগণ ধারণা করেন যে, ধার্য্য করা ট্যাক্স যথাযথভাবে আদায় করলে গ্রামের সাধারণ ভোটারগণ তাদের প্রতি বিরূপ হয়ে পড়বে, যা তাদের ভবিষ্যতে নির্বাচনে পরাজয়ের কারণ হতে পারে। এ কারণে তারা ট্যাক্স আদায় থেকে বিরত থেকে ইউনিয়ন পরিষদগুলিকে আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে যথার্থ প্রকল্প গ্রহণ করা থেকে বঞ্চিত করেন।

৭) **দলীয়করণের প্রভাব ঃ** ইউনিয়ন পরিষদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার উপরে জাতীয় সরকার প্রায়ই দলীয়করণের চাপ প্রয়োগ করে থাকেন। এমন অভিযোগ প্রায়ই শোনা যায় যে, ক্ষমতাসীন সরকারী দল (অতীতে ক্ষমতাসীন ব্যক্তি) ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এবং সদস্যদের উপরে অযাচিতভাবে রাজনৈতিক আদর্শ এবং কর্মসূচি চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেন। যে সব চেয়ারম্যান ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল বা ব্যক্তির সাথে একীভূত হয়ে যান তাদের ব্যাপারে কোন সমস্যা সাধারণত হয় না, কিন্তু যে সব চেয়ারম্যান নিজস্ব আদর্শ এবং নীতিকে বিসর্জন দিয়ে দলীয়করণ প্রক্রিয়ায় শরীক হতে চান না তারা ক্ষমতাসীন সরকারী দলের রোষাণলে পতিত হন। এতে ইউনিয়ন পরিষদগুলির স্বাভাবিক কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় ব্যাপকভাবে বিঘ্ন ঘটে থাকে।

৮) **উন্নয়নমূলক প্রকল্প গ্রহণে ইউপি চেয়ারম্যান এবং সদস্যদের মধ্যে সরাসরি বিরোধ ঃ** কোন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণের সময় ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান এবং সদস্যদের মধ্যে প্রায়ই স্বার্থের সংঘাত দেখা দেয়। বিশেষত কোন রাস্তা নির্মাণের সময় কার বাড়ীর পাশ দিয়ে রাস্তাটি নেয়া হবে সে জন্য লবিং এবং এন্টি লবিং শুরু হয়। যারা তদ্বির করে অথবা শক্তি প্রদর্শনের মাধ্যমে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন তারাই সম্পদের ভাগাভাগির ক্ষেত্রে বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় লাভবান হতে পারেন। এতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াই শুধু ক্ষতিগ্রস্ত হয় না বরং সমগ্র উন্নয়ন প্রক্রিয়াই বাধাগ্রস্ত হয়।

৯) **বাজেট প্রণয়নে অদক্ষতা ঃ** ইউনিয়ন পরিষদের বাজেটগুলি বিশ্লেষণে দেখা গেছে যে, প্রণীত খসড়া বাজেটগুলি যথাযথভাবে প্রণয়ন করাতো হয়ইনা বরং সেগুলি দায়সারা গোছের প্রক্রিয়ায় প্রণয়ন করা হয়। বেশীর ভাগ ইউনিয়ন পরিষদে বিধি মোতাবেক বাজেট সভা যথাসময়ে আহ্বান করা হয় না। আর বাজেট প্রস্তুতিমূলক সভা বেশীর ভাগ ইউনিয়ন পরিষদে একেবারেই অনুষ্ঠিত হয় না মর্মে পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে। ফলে ইউপির বাজেটগুলির মান অত্যন্ত খারাপ হয় যা সামগ্রিক কার্যক্রম (ব্যাহত) করে থাকে।

১০) **জাতীয় সরকারের সাথে একাত্মতার অভাব ঃ** দেশের সমগ্র ইউনিয়ন পরিষদকে দেশের সামগ্রিক কর্মকান্ডের কেন্দ্র বিন্দু হিসাবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকলেও ইউনিয়ন পরিষদগুলি যথাযথভাবে জাতীয় সরকারের বিভিন্ন কর্মসূচির সাথে একাত্ম হয়ে কাজ করতে পারে না। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এবং সদস্যবর্গ একটি নির্দিষ্ট পল্লীর বাসিন্দা হওয়ায় তাদের মনমানসিকতা এবং আচরণে পশ্চাৎমুখিতা বিরাজ করে। ফলে আধুনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া অনুযায়ী নিজ সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে একাত্ম হয়ে সমান তালে কাজ করতে অথবা এগিয়ে যেতে বর্তমান ইউনিয়ন পরিষদগুলি সক্ষম হচ্ছে না।

১১) **গ্রাম পুলিশদের অযোগ্যতা ও অদক্ষতা ঃ** ইউনিয়ন পরিষদের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণসহ গ্রামীণ সমাজ ব্যবস্থার স্থিতি বজায় রাখার লক্ষ্যে ইউনিয়ন পর্যায়ে গ্রাম পুলিশ (চৌকিদারগণ) দায়িত্ব পালন করেন। কিন্তু পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে যে, বেশীর ভাগ পুলিশ বয়োবৃদ্ধ এবং শারীরিকভাবে প্রায় অক্ষম। তাছাড়া তাঁদের শিক্ষাগত যোগ্যতা অত্যন্ত নিম্নমানের হওয়ায় তারা কল্যাণমূলক কাজ করতেও সক্ষম নয়। ফলে ইউনিয়ন পরিষদের বিধিমালা অনুযায়ী ন্যূনতম সেবাও এই ক্ষেত্রে পাওয়া সম্ভব হয় না।

১২) **ইউপি সচিবদের অযোগ্যতা ও অদক্ষতা ঃ** বেশীর ভাগ ইউনিয়ন পরিষদ সচিবের শিক্ষাগত যোগ্যতা এসএসসি। ফলে ইউনিয়ন পরিষদের মত একটি প্রতিষ্ঠানকে পরিচালনা করার লক্ষ্যে তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা পর্যাপ্ত নয় বলেই বিবেচিত হয়। ইউনিয়ন পরিষদ স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাজ করবে এটাই বর্তমানে কাম্য। আর ইউনিয়ন পরিষদের সমুদয় দাপ্তরিক কর্মকান্ড এবং প্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগ করা সহ সমুদয় কর্ম সম্পাদনের দায়িত্ব ইউপি সচিবের কিন্তু দূর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, এদেশের ইউপি সচিবগণ কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় শিক্ষিত নয়, উপরন্ত তাদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের অভাব রয়েছে।

ইউনিয়ন পরিষদের সম্ভাবনাসমূহ

১) **স্থানীয় সম্পদ আহরণ, সমাবেশকরণ ও তার যথার্থ ব্যবহার ঃ** স্থানীয় সম্পদ আহরণ ও সমাবেশকরণে ইউনিয়ন পরিষদের সম্ভাবনা অনেক। বাংলাদেশ একটি উন্নয়নকামী দরিদ্র দেশ। দেশের জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য দেশের স্থানীয় প্রাকৃতিক সম্পদ চিহ্নিত করে তা আহরণ ও সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণ একান্ত আবশ্যক। বাংলাদেশে মোট আবাদযোগ্য জমির মধ্যে প্রায় ১৮লক্ষ একর জমি এখনও অনাবাদী রয়েছে। পতিত এসব জমির অধিকাংশই পল্লী এলাকা তথা ইউনিয়ন পর্যায়ে অবস্থিত। এসব পতিত জমি জাতীয় স্বার্থে অবিলম্বে উৎপাদনমুখীভাবে ব্যবহারের জন্য স্থানীয়ভাবে উদ্যোগ নেয়া দরকার আর এ কাজ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এবং সদস্যদের সহযোগিতায় সম্পন্ন করা সম্ভব। উপরন্তু ইউনিয়ন এলাকায় পতিত থাকা অনেক হাজা-মজা পুকুর, ডোবা ও খালবিল ইত্যাদি ইউনিয়ন পর্যায়ে জনপ্রতিনিধিগণের সহযোগিতায় উৎপাদনশীল খাতে পরিণত করা যায়।

বর্তমানে গ্রামীণ পর্যায়ে উৎপাদনমুখী খাতে আধুনিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ করার মাধ্যমে জাতীয় উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষি, মৎস্য, পশুপালন, পল্লী উন্নয়ন প্রভৃতি খাতে যে সব মাঠকর্মী কাজ করে যাচ্ছেন তাঁরা ইউপি চেয়ারম্যানের সহযোগিতা নিয়ে কাজ করলে জাতীয় উন্নয়নের সমভাবনার দ্বার উন্মোচিত হতে বাধ্য।

২) **জনস্বাস্থ্য ও পয়ঃনিষ্কাশন প্রক্রিয়ার উন্নয়ন ঃ** জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন ব্যতীত জাতীয় উন্নয়ন সম্ভব নয়। জনস্বাস্থ্য উন্নয়নের জন্য জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর দু'হাজার সালের মধ্যে এদেশের সকল মানুষের জন্য পাকা-পায়খানা এবং বিশুদ্ধ পানির সরবরাহ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে নলকূপের পানি ব্যবহার নিশ্চিত করার ব্যাপক কর্মসূচি হাতে নিয়েছিল। কিন্তু গত দু'বছর যাবৎ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর যখন ইউনিসেফের পরমার্শ মোতাবেক জেলা ও থানা প্রশাসনের সহযোগিতা নিয়ে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ও সদস্যদেরকে সম্পৃক্ত করে ব্যাপক কর্মসূচি নেয় তখন এ কর্মসূচি সাফল্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ 'ওয়াটশন কমিটি'র চেয়ারম্যান হিসেবে ইউপি চেয়ারম্যানদের মাধ্যমে যখন এই কার্যক্রম এগিয়ে নেয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয় তখন ব্যাপক সাফল্য অর্জিত হয়। অর্থাৎ স্থানীয় পর্যায়ে বাস্তবায়নযোগ্য যে কোন কর্মসূচিতে ইউনিয়ন পরিষদের সম্পৃক্ততা থাকলে সেই কর্মসূচির সাফল্য অনেক বেশী আসবে।

৩) **পল্লী অবকাঠামো গঠন ও বিকাশ ঃ** গ্রামীণ পর্যায়ে উৎপন্ন পণ্য সামগ্রী প্রতিযোগিতামূলকভাবে বাজারে বিক্রির মাধ্যমে জীবন যাত্রার মান উন্নয়নের জন্য দরকার হলো পল্লী অবকাঠামো তথা যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়ন। ইউনিয়ন পরিষদগুলি রাস্তাঘাট উন্নয়ন ও নতুন নতুন রাস্তা ও সংযোগ সড়ক নির্মাণের ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে।

৪) **বৃক্ষরোপণ এর মাধ্যমে উন্নয়ন ঃ** পরিবেশ সংরক্ষণ, জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি তথা জাতীয় সমৃদ্ধি আনয়নের লক্ষ্যে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানগণ সমস্ত পতিত জায়গা, প্রতিষ্ঠান ও বসত বাড়ীর আশে পাশে বৃক্ষরোপণ করতে জনসাধারণকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিকে সাফল্যের শীর্ষে প্রতিষ্ঠিত করে জাতীয় উন্নতি সাধন করতে পারে।

৫) **পরিবার পরিকল্পনা ও ই, পি, আই কর্মসূচি সাফল্যমন্ডিত করণ ঃ** জনগণের জীবনমান উন্নয়নের জন্য পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচিকে সাফল্যমন্ডিতকরণের সাথে সাথে শিশুদেরকে সুস্থভাবে বেড়ে উঠার পন্থা নিশ্চিতকরণ এবং শিশুমৃত্যুর হার কমিয়ে আনার লক্ষ্যে গৃহীত পরিবার পরিকল্পনা এবং ইপিআই কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নে ইউনিয়ন পরিষদ এক সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করতে পারে।

৬) **জনশক্তির সফল ব্যবহার ঃ** এদেশের জনশক্তি একটি বিশাল সম্ভাবনাময় সম্পদ। এ জনশক্তিকে উৎপাদনমুখী বা অর্থকরী পেশায় নিয়োজিত করার মাধ্যমে জাতীয় আয় বৃদ্ধি করা সম্ভব। ইউনিয়ন পরিষদ স্থানীয় সম্পদসমূহ আহরণ করে উপযুক্ত প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়নের প্রচেষ্টা নিতে পারে। এজন্য প্রয়োজন হবে কুটির শিল্পের মতো শ্রম-নির্ভর প্রকল্প গ্রহণের, যাতে অল্প মূলধনে বেশী শ্রমিক নিয়োগ করা যায়।

৭) **নিজস্ব আয়ের পথ সৃষ্টি ঃ** বর্তমানে ইউনিয়ন পরিষদগুলি সরকারী অনুদানের উপরে অত্যধিক নির্ভরশীল। ফলে ইউনিয়ন পরিষদগুলি অর্থনৈতিক দিক দিয়ে অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থায় অবস্থান করছে। অথচ ধার্যকৃত করসমূহ যদি যথাযথভাবে আদায় করা যেতো তবে আদায়কৃত কর দিয়ে ইউনিয়ন পরিষদগুলির অবস্থারই শুধু উন্নতি হতো না, বরং ইউনিয়ন এলাকার সমগ্র জনগণের ভাগোন্নয়নের পথ সুগম হতো।

৮) **কর বহির্ভূত খাত সমূহ থেকে আয় ঃ** ইউনিয়ন পরিষদ কর ছাড়াও কর বহির্ভূত খাতসমূহ; যেমন-বৃক্ষরোপণ, শাকশজির বাগান,নার্সারী, হাঁস-মুরগীর

খামার, মাছ চাষ, চিংড়ি চাষ, দোকান ঘর নির্মাণ ইত্যাদি হতে আয় বর্ধনে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। থানা পরিষদ থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন উপকরণের সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদ স্থানীয়ভাবে সম্পদ আহরণ করতে পারে। স্থানীয় সম্পদ আহরণের ক্ষেত্রে কর আরোপের পাশাপাশি ব্যক্তিগত সঞ্চয় বৃদ্ধির প্রচেষ্টা নেয়া দরকার। এজন্য জনগণকে উদ্বুদ্ধ করে, উৎসাহ উদ্দীপনা দিয়ে সক্রিয় করে তোলার জন্য ইউপি চেয়ারম্যান ও সদস্যদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

৯) **গণশিক্ষা ও সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়ন ঃ** বর্তমান বিশ্বে উন্নতি বা অগ্রগতি অর্জনের পূর্বশর্ত হিসেবে শিক্ষার ব্যাপক প্রসারকে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। এদেশের সকল নাগরিককে শিক্ষিত করার লক্ষ্যে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়েছে। ২০০০ সালের মধ্যে সমস্ত স্কুল গমন বয়সী শিশুকে স্কুলে নেয়ার ব্যবস্থা নিশ্চিত করণের জন্য ইউপি চেয়ারম্যানগণ ও সদস্যগণের সহযোগিতা অত্যন্ত ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে। সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচির সাফল্যজনক বাস্তবায়নের সাথে সাথে বয়স্কদের জন্য গণশিক্ষা কর্মসূচির বাস্তবায়ন ইউপি চেয়ারম্যানদের সহযোগিতা ব্যতীত অসম্ভব। অর্থাৎ এদেশের সকল মানুষকে শিক্ষিত করে তোলার জন্য সরকারী সকল কর্মসূচিই ইউনিয়ন পরিষদের সহযোগিতায় নিষ্কন্টকভাবে সাফল্যমন্ডিত হবে বলে আশা করা যায়।

সর্বশেষে বলা যায় যে, ইউনিয়ন পরিষদ হলো তৃণমূল পর্যায়ের সবচেয়ে কার্যকর প্রতিষ্ঠান, যা কিনা গ্রামীণ পর্যায়ে সরকারের সব ধরনের কার্যক্রম বা কর্মসূচি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় সক্রিয়ভাবে কাজ করে থাকে। আর ইউনিয়ন পরিষদ এখনও পর্যন্ত একমাত্র স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান যার মাধ্যমে সরকারের সবধরনের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়ে থাকে। সুতরাং সামগ্রিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় জন-অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ইউনিয়ন পরিষদগুলির সক্রিয় সহযোগিতা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে।

উপসংহার ঃ

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, দীর্ঘদিনের চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে ইউনিয়ন পরিষদ বাংলাদেশে তৃণমূল পর্যায়ের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হিসেবে মোটামুটি ধারাবাহিকতা বজায় রেখে কাজ করে যাচ্ছে। ইউনিয়ন পরিষদ তৃণমূল

পর্যায়ের একটি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হওয়ায় এর অনেক সমস্যা রয়েছে। তবে যুগের দাবীর সাথে তাল রেখে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়া জোরদার হওয়ার সাথে সাথে এ সংগঠনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। বর্তমানে উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডসহ সব ধরনের সরকারী উদ্যোগের কেন্দ্র বিন্দু হিসেবে ইউনিয়ন পরিষদকে বিবেচনা করায় ইউনিয়ন পরিষদের সম্ভাবনার পরিধি অনেক বিস্তৃত হয়েছে। এখন প্রয়োজন যোগ্য ইউনিয়ন পরিষদ সদস্যগণ ও চেয়ারম্যানের, যিনি তাঁর একাগ্রতা, সততা, নিষ্ঠা ও কর্তব্য পরায়নতার মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদকে একটি কার্যকর স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিকশিত করে সামগ্রিকভাবে জাতীয় উন্নতি ও সমৃদ্ধি আনয়নে সচেষ্টা হবেন। আর যখন বেশীর ভাগ ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান প্রকৃতভাবে জাতীয় উন্নতি ও সমৃদ্ধি আনতে সচেষ্ট হবেন তখন আমাদের সামগ্রিক উন্নতি সাধিত হবে বলে আমরা আশা করতে পারি।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১। আনিসুজ্জামান, মোহাম্মদ (সম্পাদিত), (১৯৮২) *বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন,* ঢাকা, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র।

২। ভূইয়া, মোহাম্মদ আব্দুল অদুদ, (১৯৭৯) *লোক প্রশাসনের রূপরেখা,* ঢাকা বুক হাইজ।

৩। হক, আবুল ফজল, (১৯৭৪) *বাংলাদেশ শাসন ব্যবস্থা ও রাজনীতি,* ঢাকা, বাংলা একাডেমী।

৪। Ali AMM, Showkat, (1982) *Field Administration & Rural Development in Bangladesh.* Dhaka, CSS.

৫। ALi Shaik Maqsood etal, (1983) *Decentralization and people's Participation in Bangladesh.* Dhaka, NIPA.

৬। Dhaka University, (1980) *Department of Political Science. Politician and Administration in Bangladesh.* Dhaka.

৭। Khan, Md. Mohabbat and Zafourllah, Md. Habib (ed), (1981) *Rural Development in Bangladesh : Tern and Issues.* Dhaka, Centas.

৮। Rahman, Atiur, (1981) *Rural Power Structure : A Study of the Local Level Leader in Bangladesh.* Dhaka, BBI.

৯। Alam, Manjur-ul, (1977) *Local Government at Work in Rural Bangladesh.* Journal of BARD, Vol-VI, No, 2, 1977, PP. 17-25.

১০। Islam, Shamsul, (1977) *Local Government and National Development Quarterly.* Vol-6c No-3,

১১। Molla, Md. Giasudidn, (1978) *New Hopes for Union Parishads : Case of Bangladesh*. Administrative Science Review, Vol-VIII, No-1, 1978, PP 43-47.

১২। Rahman M. LUTFUR and Das, NR, (1980) *Union Parisha Taxes : Nature of Payment by the farmers*. Administrative Science Review, Vol-X, No.4,m 1980 PP. 17-28.

১৩। আজম, কে, কিউ এবং হোসাইন, আলী আজম, (১৯৭৯) *ইউনিয়ন পরিষদের বিভিন্ন সমস্যা-চেয়ারম্যানবৃন্দ যেভাবে ব্যক্ত করছেন।* Local Government Quarterly, Vol-8, No-1-4, 1979, PP. 52-57.

১৪। আলম, জগলুল, (১৯৮২) *গ্রামীণ প্রশাসন ঃ কয়েকটি সমস্যা।* দৈনিক বাংলা, ২৯শে জুলাই।

১৫। রহমান এ, এইচ মোঃ আমিনুর, (১৯৭৮) *বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধনে ইউনিয়ন পরিষদের ভূমিকা।* Local Government Quarterly, Vol-7, No-1-4.

১৬। Ahmad, J, Minhasuddin, (1980) *Training of Union Parishad Chairmen'* Bogra, RDA, 1980.

১৭। Alam Manjurr : (1976) *Leadership Pattern. Problems and Prospect of Local Government* in Rural Bangladesh: Comilla, BARD.